দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরি বিধি চাই

আবহমানকাল থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা পেশাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। দু'লাখ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অতিরিক্ত কাজের জন্য, কোন প্রকার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ভাতা না দিয়ে শ্রম আইন লঙ্ঘন করে প্রতিদিন ১৫/১৬ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয়। নেই তাদের চাকরি করার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বা চাকরি বিধি। ফলে প্রতিনিয়ত কর্মচারীরা কথায় কথায় চাকরি হারাচ্ছে। প্রতিকার চাইলে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়নের জন্য আমরা শত শত আবেদন, তাগাদাপত্র ও স্মারকলিপি প্রদানসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছি। যার প্রেক্ষিতে ২৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় দু'লাখ তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি বিধি ১৫ দিনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার লিখিত নির্দেশ দেন (স্মারক নং ৫৬৫, তাং ২৮-০১-১৯৯২)। একই বিষয়ে ১৯৯৩ সালে তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের নিকট সাক্ষাৎপূর্বক আবেদন করি। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের এক মাসের মধ্যে চাকরি বিধি বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন উপ-সচিব (মাধ্যমিক) আবদুল জব্বার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রে (স্মারক নং শা-১১/বিবিধ-২/৯৪/৬৪(৫) শিক্ষা তাং ২০-০১-৯৪) সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে একটি খসড়া চাকরি বিধি-২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে শিক্ষা সচিব বরাবর প্রেরণ করা হলেও শিক্ষা সচিবের দপ্তর থেকে এ বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

একই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু। পরবর্তীতে কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়নের জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমরা আবেদন করি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানোর নির্দেশ (স্মারক নং ৬২,১০,০৩,০০০০.০১২০০২/৭৫৭ তাং ২৯-০৭-০২) দেয়ার পরও অদ্যাবধি চাকরি বিধি বাস্তবায়িত হয়নি। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুককে একাধিকবার অবহিত করার পর সর্বশেষ ঈদের আনন্দ পরিত্যাগ করে সারাদেশ থেকে আগত কর্মচারীরা ঈদের দিন (০৬-১১-০৫ তারিখ) শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ বৈঠক হয়। একই বিষয়ে ০৩-০৪-০৫ তারিখে আইএলওকে স্মারকলিপি প্রদান এবং ২২-০৬-০৬ তারিখে শিক্ষা সচিব, মাউশি মহাপরিচালকসহ ৯ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে উকিল নোটিস প্রদান করা হয় এবং বর্তমান যুগ্ম সচিব শফিউল্লাহর সাথেও এ বিষয়ে দীর্ঘ বৈঠক হয়। সচিব মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ ও সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ১৪ বছরেও, কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হলেও কর্মস্থলে প্রায়ই বঞ্চনা ও অপমানের শিকার হয়। পান থেকে চুন খসলেই কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে একজন কর্মচারীর চাকরি চলে যায়। চাকরিচ্যুত কর্মচারী, কর্মচারী এই অজুহাতে লেবার কোর্টের কোন আইনগত সহযোগিতা পায় না এবং আদালতের আশ্রয় নেয়া যায় না। তাদের চাকরির কোন শর্ত বা চাকরির পক্ষে কোন বিধিমালা বা চাকরি বিধি না থাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্ব সমাজ বাস্তবতায় আমূল পরিবর্তন হলেও যেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নব্য দাস প্রথা এখনো বিদ্যমান। এ অবস্থায় নব্য দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে দু'লাখ কর্মচারীর চাকরিবিধি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম আরজু,
মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন,
কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ১২১৭।